ঝিনাইদহ তথ্য অফিসের আয়োজনে মহিলা সমাবেশ

শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং বিষয়ে উদ্ভাবনীমূলক প্রচার কর্মসূচির আওতায় ঝিনাইদহ জেলা তথ্য অফিসের আয়োজনে কালীগঞ্জ উপজেলার দুলাল মুন্দিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইসরাত জাহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মহিলা সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ-৪ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোঃ আনোয়ারুল আজীম (আনার)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোঃ রিয়াজুল আলম খান, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মোছাঃ তাসলিমা বেগম ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ মাজেদুর রহমান। জেলা তথ্য অফিসার মোঃ আবুবকর সিদ্দীক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম (আনার) বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। বিশেষ করে প্রান্তিক পর্যায়ের দরিদ্র-অসহায় মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে তিনি নানামূখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর মস্তিস্কপ্রসূত আমার বাড়ি আমার খামার, আশ্রয়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ, শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি, কমিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, বিনিয়োগ বিকাশ ও পরিবেশ সুরক্ষা উদ্যোগসমূহ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিনি প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। এছাড়া বাল্যবিবাহ ও আত্মহত্যা প্রতিরোধে সকলকে সোচ্চার হওয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

অন্যান্যের মধ্যে দুলাল মুন্দিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিহার সুলতানা বক্তব্য প্রদান করেন। এ মহিলা সমাবেশ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার দুই শতাধিক মহিলা অংশগ্রহণ করেন।

উৎসব মূখর পরিবেশে কোটচাঁদপুর নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে সরস্বতী পূজা উৎযাপন উপলক্ষে উৎসব মূখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা।

শনিবার বিকালে উপজেলার শিঙ্গিয়া বটতলা ঘাটে সিঙ্গিয়া আইপিএম কৃষি মোর্চা সহযোগিতায় ও সিঙ্গিয়া গ্রাম বাসীর আয়োজনে স্থানীয় বলুহর বাঁওড়ে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় দুটি গ্রুপে মোট ৮ টি নৌকা অংশগ্রহন করে।

গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই নৌকা বাইচ দেখতে সকাল থেকেই দর্শনার্থীদের ঢল নামে শিঙ্গিয়া গ্রামের হালদার পাড়া এলাকার বাঁওড় পাড়ে। দূর দুরান্ত থেকে শুরু করে আশপাশের সব এলাকা থেকে সব বয়সী শত শত মানুষ গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই নৌকা বাইচ দেখতে আসেন। উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে সুসজ্জিত নৌকা নিয়ে প্রতিযোগীরা অংশ এতে নেন।

বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে বৈঠার ছপ ছপ শব্দ মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল এই নৌকা বাইচ এলাকাতে। পুরুষের পাশাপাশি নারীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।ছিলো দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভীড়।

বলুহর ইউনিয়নে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মুহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ ৩ আসনের মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি,উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী, উপজেলা কৃষি অফিসার মহাসীন আলী, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য অফিসার সঞ্জয় কুমার, বলুহর ইউনিয়ন পরিষদের

চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার ফারুক হোসেন, বলুহর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আকিমুল ইসলাম প্রমুখ।

প্রতিযোগিতা চ্যাম্পিয়ন মুকুল ও তার দল, রানার্সআপ ঝড়ু হালদার ও তারদল,তৃতীয় স্থান আনন্দ হালদার, শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার হিসেবে নগদ অর্থ ও ক্রেস্ট তুলে দেন অতিথিবৃন্দ

ঝিনাইদহে যত্রতত্র বিক্রি হচ্ছে অকটেন, প্রেট্রোল ও সিলিন্ডার গ্যাস

কোন নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করেই ঝিনাইদহে প্রশাসনের নাকের ডগায় হাট বাজারে যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিক্রি হচ্ছে অকটেন, প্রেট্রোল ও এল পি জি সিলিন্ডার গ্যাস।

জেলা প্রশাসন, ফায়ার সার্ভিস, বিস্ফরোক অধিদফতরসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার অনুমোদন ছাড়াই এরা অবৈধভাবে খোলা বাজারে বিক্রি করছে অকটেন-প্রেট্রোল, এলপিজি গ্যাসসহ নানা জাতীয় তরল দাহ্য পদার্থ। রাস্তার পাশে সারি সারি সাজানো বতলের বাহারি রং দেখলেই মনে হবে সরকারি অনুমোদন নিয়েই এসব ব্যবসায় পরিচালনা করছে। উপজেলার বিভিন্ন সড়কের পাশে একাধীক স্থানে রয়েছে এইসব দোকান। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও ফায়ার সার্ভিসের অনুমোদন ছাড়াই ঝুকিপূর্ণভাবে খোলা বাজারে এসব বিক্রি হচ্ছে। খোলা বাজারে অনুমোদনহীন দোকান থেকে অকটেন ও প্রেট্রোল কিনে যে কোনো সময় দূর্বৃত্তরা ঘটাতে পারে বড় ধরনের দূর্ঘটনা। এই দুর্ঘটনায় পতিত হতে পারে সহজ সরল পথচারী ও স্থানীয় জনগন।

জানা গেছে জ্বালানি তেল বিক্রির জন্য কমপক্ষে পাকা মেঝেসহ আধা- পাকা ঘর, ফায়ার সার্ভিসের অগ্নি নির্বাপক সক্ষমতা সংক্রান্ত লাইসেন্সসহ অগ্নি নির্বাপক সিলিন্ডার এবং মজবুত ঝুঁকিমুক্ত সংরক্ষণাগার থাকার সরকারি নির্দেশনা রয়েছে। সরেজমিনে গিয়ে খোঁজ

নিয়ে জানা যায়, কোথাও, কোথাও ইউনিয়ন পরিষদের ট্রেড লাইসেন্সও নাই। এইসব দোকানে নেই কোনও আগুন নির্বাপক যন্ত্র, আবার থাকলেও সেটা রাখা হয় অন্য যায়গায়। যে কোনো সময় দূর্ঘটনা ঘটলে তার প্রতিকারের নিয়ম জানা নেই এইসব ব্যবসায়ীদের।

জেলার বিভিন্ন হাটবাজার এমনকি গ্রামের মুদি ও চায়ের দোকানেও বিক্রি হচ্ছে এসব দাহ্য পদার্থ। সদরের হলিধানী বাজার, বৈডাঙ্গা, ডাকবাংলা, বিষয়খালী, বাজার গোপালপুর, মধুপুর, নারোকল বাড়ীয়া, কুষবাড়িয়া, হরিণাকুণ্ড উপজেলার কুলবাড়িয়া, সাতব্রিজ, ভবানীপুর, রামনগর, নারায়ণকান্দি, দখলপুর, রিশখালী, সোনাতনপুর, শিতলী, ভালকী, পায়রাডাঙা, শাখারীদহ, চাঁদপুর, রঘুনাথপুর, চরপাড়া, জোড়াদহ, ভায়না, কসাই মোড়, আমেরচারা, পার্বতীপুর, হলবাজারসহ বিভিন্ন বাজারে ও দোকানে বাইরে থেকে ড্রামে করে তেল এনে প্রকাশ্যে এসব বিক্রি করছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা। উপজেলার সড়কের পাশে প্রশাসনের নাকের ডোগায় রয়েছে এসব দোকান।

উপজেলার লোহা পট্রিতে মবিল ও পেট্রোল ব্যবসায়ী আলিমের সাথে কথা বললে তিনি জানান, আমি ১৯৭৪ সালে অনুমোদন নিয়ে পেট্রোল ব্যবসা করে আসছি। আমার অনুমতি পত্র হরিণাকুণ্ড থানায় দেওয়া আছে আমার কাছে নেই। হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম শিলু জানান, আইনের উর্ধ্বে কেঊ নাই আমি বেশ কয়েকবার আইন শৃংখলা মিটিংয়ে বলেছি ব্যাবস্থা নেওয়ার জন্য, আমি আশাকরি খুব দ্রুতই প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে বলে তিনি আশা করেন।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ঝিনাইদহ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত) গণমাধ্যমকে জানান, প্লাস্টিক বোতলে পেট্রোল বিক্রয় করে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করলে সেটা অপরাধ। তাছাড়া গ্যাস সিলিন্ডার ১০ টির উপরে বিক্রয় করলে সেটা আইন বিরোধী। খুব শীঘ্রই এসব অবৈধ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এবিষয়ে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুস্মিতা সাহা জানান, বতর্মান বাজারে যারা এসব ব্যবসায় করে আসছে খুব শীঘ্রই উপজেলা প্রশাসন থেকে বাজার মনিটরিং করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে ক্যাডেটদের সুনাগরিক হয়ে গড়ে ওঠতে হবে

আগামী ৪১’ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে উঠবে। আর সেই বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে আমরা চলে যাব।

বর্তমান সরকার ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়ার চারটি ভিত্তি সফলভাবে বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। সেগুলো হল স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি।

বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরে তরুণ এই ক্যাডেটদেরকে সৈনিক হিসেবে উল্লেখ করে সেনা প্রধান জেনারেল এসএম শফিউদ্দিন আহমেদ বলেন, ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে তোমাদের স্মার্ট নাগরিক হিসেবে প্রস্তুত হতে হবে।’

এছাড়া ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের ১৩তম পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে ক্যাডেটদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে ডিজিটাল বাংলাদেশের বদলে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আহবান জানান সেনাবাহিনী প্রধান। বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যদিয়ে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের ১৩তম পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকালে ঝিনাইদহ এক্স ক্যাডেটস এ্যাসোসিয়েশন (জেক্সকা) এর আয়োজনে তিনদিন ব্যাপি এ পূর্নমিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সেনাপ্রধান জেনারেল এসএম শফিউদ্দিন আহমেদ।

ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ কর্ণেল এসএম রাকিব ইবনে রেজওয়ানের সভাপতিত্বে সেনা বাহিনীর বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীর পরিবারবর্গ অংশ নেয়। প্রধান অতিথি বৃক্ষরোপনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকতা শুরু করেন। এরপর বর্তমান শিক্ষার্থীরা গার্ড অব অনার প্রদান করেন। পরে কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করেন বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা। ১৩তম পুনর্মিলনীর বিশালাকার কেক কাটেন প্রধান অতিথি।

ঝিনাইদহ ক্যাডেটের প্রাক্তন শিক্ষার্থী সেনা প্রধান জেনারেল এসএম

শফিউদ্দিন তার বক্তব্যে কলেজ জীবনের স্মৃতিচারণ ও শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

তিনি জানান, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে স্বাধীনতাকামী দামাল ছেলেরা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও তিন লাখ মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বহু প্রতিক্ষিত স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে। ডিজিটাল বাংলাদেশ নয়, এখন থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে প্রতিটি ক্যাডেট কে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার উদাত্ত আহবান জানান। তিনদিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কোটচাঁদপুরে অসহায় দুস্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে উপজেলা আওয়ামীলীগের আয়োজনে শীতার্ত দরিদ্র,অসহায়,দুস্ত মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

শুক্রবার বিকালে পৌর এলাকার আদর্শ পাড়ার আখসেন্টার মোড়ে সনি আবাসিক হোটলের সামনে থেকে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কম্বল বিতরণ করেন ঝিনাইদহ ৩ আসনের মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল।

উপজেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম খান বাবলুর সভাপতিত্বে ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলীর সঞ্চালনায়।

কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি লুৎফর রহমান,পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি কাজী আলমগীর হোসেন, সাধারণত সম্পাদক রিপন মন্ডল, সাবেক উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মীর কাশেম, উপজেলা সেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সভাপতি আজাদ রহমান, পৌর সভার প্যানেল মেয়র ও পৌর সেচ্ছাসেবকলীগের আহ্বায়ক জাহিদ হোসেন,উপজেলা সেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক ইয়ারুল ইসলাম, এলাঙ্গী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান খান, সাবেক চেয়ারম্যান

নাওশের আলী নাছির, সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতা রবিউল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, আজগর আলী, শহিদুল ইসলাম, ছাত্র লীগ নেতা প্রদীপ কুমার হালদার, রাব্বি হাসান প্রমুখ।

এ সময় উপজেলা ও পৌর এলাকার ৬ শত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল বিতরণ করা হয়। সে সময় উপজেলা, পৌর আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, সেচ্ছাসেবক লীগ, ছাত্র লীগ সহ সকল অঙ্গ সংগঠনে নেত্রী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুর বিএনপির ১০ নেতা- কর্মী জামিনে মুক্তি

পেট্রোল বোমা ও ককটেল উদ্ধার মামলায় আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পেলেন কোটচাঁদপুর পৌর কাউন্সিলর,ইউপি সদস্যসহ বিএনপির ১০ নেতা- কর্মী। বুধবার সকালে জেল থেকে বাড়ি ফিরেছেন তারা।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, গেল ৭ ডিসেম্বর রাতে কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির অফিসের পিছন থেকে ৫ টি ককটেল ও ৩ টি পেট্রোল বোমা উদ্ধার করেন স্থানীয় থানা পুলিশ।

ওই ঘটনায় কোটচাঁদপুর থানায় মামলা হয় । যার নাম্বার- ৩,তারিখ- ৭-১২-২২। এরপর থেকে স্থানীয় থানা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন ১২ জন নেতা-কর্মী।

ওই মামলায় মঙ্গলবার আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পান ১০ জন নেতা- কর্মী। যার মধ্যে রয়েছেন,কোটচাঁদপুর পৌরসভার কাউন্সিলর আবু হানিফ,ভবানিপুরের সাফদার হোসেনের ছেলে হাবিবুর রহমান,গুড়পাড়া গ্রামের মৃত আব্দুর রহিম বিশ্বাসের ছেল মনিরুজ্জামান,বহিরগাছি গ্রামের মৃত মুনসুর মন্ডলের ছেলে তোয়াছ উদ্দিন,বলাবড়িয়া গ্রামের মৃত আতর আলীর ছেলে ইদ্রিস আলী খান,গোবিন্দপুর গ্রামের মৃত চাঁদ আলীর ছেলে মোয়াজ্জেম হোসেন (৫৫), পৌর এলাকার ভবানিপুর গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে অসিম হোসেন (৪০),উপজেলার বলাবাড়িয়া গ্রামের

শাহাদাৎ কাজীর ছেলে হাদিউজ্জামান (৪০),গুড়পাড়ার রেজাউল হকের ছেলে রিপন উদ্দিন(৩৪),শিশির কুন্ডু গ্রামের মৃত নুরুল আমীন মুন্সির ছেলে গোলাম মোস্তফা ফারুক (৪২), হরিণদীয়া গ্রামের আব্দুল ফরিদ হোসেনের ছেলে ইউপি সদস্য আবুল হোসেন (৪০)।

এদিকে নেতা-কর্মীদের জামিনের খবরে জেল গেটে জড়ো হন কোটচাঁদপুর বিএনপির নেতা-কর্মীরা। এরপর জেল থেকে বের হওয়ার পর তাদেরকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করেন তারা।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক মেয়র এস কে এম সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল বলেন, বোমা ও ককটেল উদ্ধার মামলায় মঙ্গলবার ঝিনাইদহ জেলা দায়রা জজ কোটচাঁদপুর আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পান ১০ জন নেতা-কর্মী। তবে কাগজ পত্রের কারনে বুধবার সকালে জেল থেকে বাড়ি ফিরেছেন তারা।

কোটচাঁদপুর ট্রেন লাইনের উপর থেকে যুবকের মৃত দেহ উদ্ধার

কোটচাঁদপুর ট্রেন লাইনের উপর থেকে মনির হোসেন নামের এক যুবকের মৃত দেহ উদ্ধার করেছেন জিআরপি পুলিশ। আজ বুধবার এ মৃত দেহ উদ্ধার করা হয়।

মহেশপুরের যাদবপুর ইউনিয়নের ইউপি সদস্য আরিফুল ইসলাম বলেন, মনির হোসেন পাতরা ঢাকা পাড়ার মৃত মফেজ উদ্দিনের ছেলে। তবে তারা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন না। বেশ কিছুদিন আগে নোয়াখালী অথবা নারানগঞ্জ থেকে এখানে এসেছিল।

তাঁর বউ ও দুই মেয়ে আছে। তবে বউয়ের সঙ্গে দুই বছর আগে ছাড়া ছাড়ি হয়ে গেছে। আর দুই মেয়ের মধ্যে একটা পাতরা গ্রামে থাকেন। আরেকটি তাঁর মায়ের সঙ্গে থাকেন। মনির হোসেন গেল এক সপ্তাহ আগে এ গ্রামে এসেছিল।

কোটচাঁদপুর কলেজ রেল গেটের গেটম্যান সাব্বির আহম্মেদ

বলেন,মঙ্গলবার রাত ১১ সময় স্টেশন মাস্টার আমাকে মোবাইল করেছিল। বলছিল স্টেশনের আশা-পাশে কোথাও কোন মৃত দেহ আছে কিনা। ওই সময় খোজ করে কোন মৃত দেহ দেখতে পায়নি।

আজ সকালে পথচারীদের মাধ্যমে জানতে পারি মৃত দেহের কথা। এরপর আমি স্টেশন মাস্টারকে বিষয়টি জানিয়েছি। তবে কখন কিভাবে ঘটেছে বলতে পারবো না।

স্টেশন মাস্টার ইয়াছির আরাফাত বলেন,রাতেই খবর পেয়ে ছিলাম। তবে লাশের সন্ধান পাওয়া যায়নি রাতে। বুধবার সকালে গেটম্যানের মাধ্যমে জানতে পেরেছি।

তিনি বলেন, সীমান্ত ট্রেনে কাটা পড়তে পারে ওই ব্যক্তির। জিআরপি পুলিশকে ঘটনাটি জানানো হয়েছে।

যশোর জিআরপি পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) রবিউল ইসলাম বলেন,খবর পেয়ে এসে দেখলাম মনির হোসেনের দ্বি-খন্ডিত মৃত দেহ। তদন্ত শুরু হয়েছে, শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলা সম্ভব না। এটা হত্যা না আত্মহত্যা।

ঝিনাইদহ ডায়াবেটিক হাসপাতালে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মবিরতি

ঝিনাইদহ ডায়াবেটিক হাসপাতালে বকেয়া বেতন ভাতা পরিশোধসহ ৫ দফা দাবিতে কর্মবিরতি পালন করেছে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

মঙ্গলবার (২৪ জানুয়ারি) সকাল ৯ টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত হাসপাতাল চত্বরে এ কর্মবিরতি পালন করা হয়। এসময় হাসাপাতালের ডাক্তার, নার্স, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিভিন্ন দাবি সম্বলিত পোস্টার, ব্যনার, লিফলেট নিয়ে ২ ঘন্টাব্যাপী অবস্থান করে। এতে করে ভোগান্তিতে পড়তে হয় দুরদুরান্ত থেকে আসা রোগী ও তাদের স্বজনদের।

সেসময় চীফ মেডিকেল অফিসার ডাঃ বাহারুল ইসলাম, ডেপুটি চীফ মেডিকেল অফিসার মাসুদ আহমেদ সোহেল, প্রশাসনিক কর্মকর্তা শামিম ইসলাম ও ল্যাব সহকারী আসমত আলীসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা বলেন, হাসপাতাল পরিচালনা পরিষদের সভাপতি মীর নাসির হোসেন ও কোষাধ্যক্ষ নারায়ন চন্দ্র বিশ্বাস কয়েকজন বিভিন্ন অযুহাতে তাদের বেতন ভাতা আটকে রেখেছে। এতে করে নানা সমস্যার সম্মূখীন হতে হচ্ছে তাদের । তাই দ্রুত এ সমস্যা সমাধান না হলে আগামীতে কঠোর আন্দোলনের হুশিয়ারী দেন তারা।

ঝিনাইদহে মাসব্যাপি ছাত্রীদের কারাতে প্রশিক্ষণের সমাপনি

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের মাসব্যাপি কারাতে প্রশিক্ষণের সমাপনি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৪ জানুয়ারি) সকাল ১১টায় ঝিনাইদহ সদর উপজেলা চত্বরে এই সমাপনি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ইফটিজিং, নারী নির্যাতন ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ এবং কিশোরীদের নির্ভয়ে পথ চলার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাস ব্যাপি এই কারাতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

সমাপনি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার সাদিয়া জেরিন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন কারাতের প্রশিক্ষক ঝিনাইদহের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান সোতোকান কারাতে দো’র প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক কাজী আলি আহম্মেদ লিকু।

ঝিনাইদহের বিশিষ্ট আইনজীবী নওশের আলীর ইন্তেকাল

ঝিনাইদহ জজ কোর্টে বিশিষ্ট আইনজীবী নওশের আলী (৮৫) ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাহীর রাজিউন)।

রবিবার (২২ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে নয়টার দিকে ঢাকার নিউরোসাইন্স হাসপাতলে বাধ্যর্ক জনিত অসুস্থতার কারণে চিকিৎসরত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছেন।

তিনি হরিণাকুন্ডু উপজেলার শিংগা গ্রামের মরহুম ভিকু বিশ্বাসের সান্তান। বর্তমানে তিনি ঝিনাইদহ শহরের মদন মহন পাড়ায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন। তিনার বড় ছেলে আলী রেজা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিজ্ঞ বিচারপতি, মেজ ছেলে ঢাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং ছোট ছেলে ঝিনাইদহ জজ কোর্টের আইনজীবী। মরহুম এ্যাড. নওশের আলী ঝিনাইদহ আইন অঙ্গনের এক উজ্জল নক্ষত্র। তাঁর এই মৃত্যুতে ঝিনাইদহ আইনজীবী সমিতি এক বিশিষ্ট আইনজীবীকে হারালো।

মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র ও এক কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল হাই এমপি, ঝিনাইদহ জজ কোর্টের জেলা জজ নাজিবুদৌলা, জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ শোক জানিয়েছেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। বাদ মাগরীব ঝিনাইদহ ওয়াজির আলী স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে মরহুমের জানাযা সম্পন্ন হয়েছে ।